বার্ষিক প্রতিবেদন - ২০২৩

শ্রদ্ধেয়া প্রধান অতিথি এবং যোগমায়া দেবী কলেজ-অনন্যা, ২০২৩ সম্মানভূষিতা শ্রীমতি অপরাজিতা গাঙ্গুলী মহাশয়া, উপস্থিত সকল প্রাক্তন এবং বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ, কলেজের অশিক্ষক সহকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীরা-

যোগমায়া দেবী কলেজের পক্ষ থেকে সকলকে আজকের এই বার্ষিক পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই।

আজ অত্যন্ত আনন্দের দিন এই কারনে যে, যে মহামারী আতঙ্কে গত কয়েক বছর এই অনুষ্ঠান আমরা আয়োজন করে উঠতে পারিনি, তা আমরা কাটিয়ে উঠেছি এবং জীবনকে পুরোন ছন্দে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তুতি শুরু করতে পেরেছি।

গত কয়েক বছরে যাঁদের আমরা হারিয়েছি তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে আমার প্রথাগত বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করছি।

২০২২ সালে স্নাতকস্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় বি.এ / বি.এস.সি / বি.কম (অনার্স) -এ প্রায় ৮৫ শতাংশ ছাত্রী কৃতকার্য হয়েছে। স্নাতোকত্তরে এই হার প্রায় ১০০ শতাংশ। ২০২২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করে ছাত্রীরা কলেজের নাম উজ্জ্বল করেছে।

প্রাক্তন ছাত্রীদের জন্যও আমরা গর্ববোধ করি। ২০২০-২০২২ সালের মধ্যে ৫২ জন প্রাক্তনী নেট / সেট / গেট / জ্যাম ইত্যাদি সম্মানজনক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। আমাদের বিশ্বাস, এই সংখ্যা আরো অনেক বেশী কারন সব প্রাক্তনীদের সব সাফল্যের খবর আমরা সবসময় জানতে পারি না। কলেজের প্রাক্তনী সমদীপ্তা তার সুরেলা কণ্ঠের জাদুতে স্বয়ং সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের প্রশংসা ও আশীর্বাদ জিতে নিয়েছে - এ আমাদের অতীব গর্বের বিষয়।

২০২২ সালে কলেজের ছাত্রীরা বিভিন্ন অন্তঃকলেজ এবং আর্ন্তকলেজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেছে এবং কৃতিত্বের ছাপ রেখেছে। তিনবছর বাদে এবছর আবার কলেজে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। সেই সব

প্রতিযোগিতার যেসব স্থানাধিকারীরা আজ পুরস্কার গ্রহন করতে এখানে উপস্থিত আছে তাদের আমি অভিনন্দন জানাই।

২০২২ সালের সদ্যপ্রাক্তনী ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলব, যোগমায়া দেবী কলেজের সাহায্যের হাত তাদের জন্য সর্বদা বাড়ানো থাকবে। প্রাক্তনীদের সাথে যোগাযোগ আরো দৃঢ় করার লক্ষ্যে বিশেষ ওয়েবসাইট নির্মান করা হয়েছে। কলেজের মূল ওয়েবসাইট থেকেই এই প্রাক্তনী ওয়েবসাইট এ গিয়ে তোমরা নাম নথিভুক্ত করে রাখতে পারবে। প্রাক্তনীদের জন্য যাবতীয় খবর আমরা এই প্রাক্তনী ওয়েবসাইট-এ নোটিস আকারে দিয়ে থাকি।

২০২২ সাল থেকে আমরা 'স্টেকহোল্ডার মীট' আয়োজন করার উদ্যোগ নিয়েছি যে অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের ইন্টার্নশিপ / কর্মসঙস্থানের সুযোগ করে দেওয়া। এই উদ্যোগ থেকে গতবছর যে মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে তারই ফলশ্রুতিতে আমরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে 'শিক্ষক-ইন্টার্নশিপ'-র ব্যবস্থা করতে পেরেছি। ২০২২ সালে এই উদ্যোগ থেকে আমাদের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রী কলকাতার নামী বিদ্যালয় নব নালন্দা তে শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেছে। শুধু শিক্ষক-ইন্টার্নশিপ নয়, এই উদ্যোগ থেকে আমাদের ছাত্রীরা বিজ্ঞান গবেষণাগারে বা আইটি-ডেভেলপার হিসেবেও যোগদান করার সুযোগ পেয়েছে।

বিভিন্নরকম সামাজিক কাজে এই কলেজের ছাত্রীরা বরাবরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এই বছরও এন.সি.সি, এন.এস.এস এর মাধ্যমে ছাত্রীরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে, কলেজের আশেপাশে বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহন করেছে। এই কাজে তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও আশিক্ষক কর্মচারীরা। কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নেতৃত্বে ২০২১ সাল থেকে 'স্প্রিংবোর্ড' প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। এই প্রকল্পে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

সর্বাঙ্গীন শিক্ষার লক্ষ্যে যোগমায়া দেবী কলেজ ভবিষ্যতেও এভাবেই এগিয়ে চলবে- এটাই আমাদের সংকল্প।

পরিশেষে জানাই যে এবছর যোগমায়া দেবী কলেজ ন্যাক মূল্যায়নে অংশগ্রহন

করছে যার সর্বশেষ পর্যায়ের পরিদর্শন আগামী ২৬-২৭শে মে, ২০২৩ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

এই সমাচারের সাথে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার প্রতিবেদন শেষ করলাম।

নমস্কারান্তে

ড. শ্রাবনী সরকার

অধ্যক্ষা।

৪.৫.২০২৩